আল্লাহ্‌র বিশালত্ব এবং সর্বময় ক্ষমতা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের এই সময়ে এবং স্থানে সৃষ্টি করেছেন। আজকের মানুষরা যেন না ভাবে যে আমরা একাই অস্তিত্বে এসেছি। আল্লাহর (জাঃজাঃ) সৃষ্টির সংখ্যার কোন সীমানা নেই। আল্লাহ ছাড়া কেউই আল্লাহ্‌র জ্ঞান জানতে পারবে না। এই সৃষ্টি এতই বিশাল যে তা মানুষের জন্য বোঝা দুঃসাধ্য। শুধু দুঃসাধ্যই নয়, মানুষের বুদ্ধিমত্তা সেখানে পৌঁছাতেই অক্ষম। কোন জায়গা পর্যন্ত একটি সীমারেখা আছে এবং মানুষের বুদ্ধিমত্তা শুধু সেই পর্যন্তই পৌঁছতে পারে।

আল্লাহ (জাঃজাঃ) এই মহাজগৎ সৃষ্টি করেছেন। অবিশ্বাসীরা যারা ভাব করে যেন তারা অনেক চালাক, আসলে তাদের কোন বোধ বা বুদ্ধি নেই।

وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

"ওয়া কুল্লু শাইয়িন ইন্দাহু বিমিকদার।" (সুরাহ রা'দঃ৮) "উনার সাথে সবকিছুই নির্দিষ্ট পরিমাপে রয়েছে।" আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সবকিছুই গোছানো। সবকিছুই একটি হিসাবের ভিত্তিতে এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা যেই মহাজগতে আছি তার হিসাব উনার সৃষ্ট অন্য একটি মহাজগতের হিসাব থেকে ভিন্ন। এমনকি তা উল্টোও হতে পারে। তারা বলে, "আমরা সব হিসাব করে ফেলেছি, আমরা হিসাব পেয়ে গেছি, আমরা সমাধান করছি, আমরা মহাজগতের রহস্য উন্মোচন করছি" ইত্যাদি। কিন্তু তোমরা তার সমাধান করতে পারবে না। যারা বলে করছে তারা মূর্খ্য। তোমরা কিছুই করতে পারবে না। তোমাদের জ্ঞান শূণ্যের থেকেও নীচে!

আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সামনে তোমাদের জ্ঞান যেন সমুদ্র থেকে নেয়া এক কাপ পানির মত। এতটুকুই। সেই পানিটুকু তোমরা প্রদর্শণ কর কিন্তু তবুও তা নিরর্থক। সত্য জ্ঞানী বা প্রজ্ঞাময় ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করবে আল্লাহ্‌র বিশালত্ব এবং মহাজ্ঞানের সামনে এবং সে আল্লাহ্‌র মহাশক্তি ঘোষণা করবে। তারা বলবে, "আমরা দূর্বল বান্দা। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি।"

তা না করে তারা দাঁড়িয়ে বলার চেষ্টা করে, "না, মহাজগৎ এভাবে তৈরী হয়েছে, ওভাবে তৈরী হয়েছে।" তারা আকাশে পরিমাপ যন্ত্র পাঠিয়ে বলে, "আমরা মহাজগতের রহস্যের সমাধান করব।" কিন্তু তারা কিছুই করতে পারে না এবং শুধুই নিজেদের অসহায়ত্ব দেখতে পায়।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

"আল্লাহু আকবার" মানে হচ্ছে আল্লাহ থেকে বিশাল আর কিছুই নেই। আমাদের প্রয়োজন আল্লাহ্‌র বিশালত্ব এবং সর্বময় ক্ষমতা ঘোষণা করা। আমাদের নিজেদের অসহায়ত্ব মেনে নেয়া দরকার। যখন আমরা আমাদের অসহায়ত্ব মেনে নেব, তখন আল্লাহ উনার রাহমাত এবং ইনায়াতের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাবেন। আর যারা উনাকে বিশ্বাস করে না, তারা দূর্যোগে পতিত হবে।

এই পৃথিবীর মধ্য দিয়ে কত ফিরাউনেরা চলে গেছে। কত বড় মাথার মানুষেরা চলে গেছে। যদি একশ বছর বা পাঁচশ বছরও বাঁচে, শেষ পর্যন্ত তারা মাটি হয়ে চলে যায়। আল্লাহ চিরস্থায়ী থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন আল-বাকি। আল্লাহ ব্যতীত আর সবই একটি আলেয়া, একটি কল্পনা, উনি ছাড়া আর কিছুই নেই। আল্লাহ যাকে খুশী সৃষ্টি করেন, যাকে খুশী উঁচু করেন, যাকে খুশী নীঁচু করেন। এই সকালের এবং এই পবিত্র দিনগুলোর ওয়াসিলায় আল্লাহ যেন আমাদেরকে ইমানদার বানান, আমাদের ঈমান যেন আরও শক্তিশালী হয় ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
৪ অক্টোবার ২০১৬/৩ মুহাররাম ১৪৩৮
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।